আহলেহাদীছ যুব সংঘ

সাতক্ষীরা জেলাঃ

রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে রমাযানের শুরুতে সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সাতক্ষীরা শহরে একটি বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। মিছিল শেষে আয়োজিত সমাবেশে আহলেহাদীছ যুব সংঘের সাতক্ষীরা জেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য বক্তাগণ রামাযানের পবিত্র মাসে যাবতীয় অনৈসলামী কাজকর্ম হ'তে বিরত থাকার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বগুড়া জেলাঃ

গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে অনুরূপ একটি মিছিল রামাযানের শুরুতে গাবতলী থানা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বক্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের প্রতি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানান। তাঁরা ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

(খ) আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থাঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহিলা বিভাগ গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার উদ্যোগে গত ১৮ই জানুয়ারী'৯৮ রবিবার সকাল ১০-টায় গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে একটি মহিলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় প্রায় ৭০০ শত মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব এবং মহিলাদেরকে প্রবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রতি আহবান জানিয়ে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। পরিশেষে গাবতলী এলাকার পক্ষ থেকে মহিলাদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'৯৮

দলে দলে যোগ দিন

হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার শপথ নিন

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৪৪)ঃ জন্মের ৭ম দিনে আকীকা না দিলে বা আকীকা করতে অসমর্থ হলে পরবর্তীতে আকীকা করলে তা শরীয়ত সম্মত হবে কি? আকীকার পশু নির্ধারনের শর্ত কি? আকীকার গোস্ত কি করতে হবে?

আব্দুল মোহায়মেন

ঘোড়ামারা

রাজশাহী

উত্তরঃ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে বাচ্চার আকীকা করা পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে আইনগত অভিভাবকদের উপরে সুন্নাত। ছেলের জন্য ২টি সমান মাপের ছাগল ও মেয়ের জন্য ১টি ছাগল আকীকার উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে হয়। এটাই ছাহীহ হাদীছ সম্মত বিধান।- দেখুনঃ তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

৭ দিনের পরে যদি কেউ আকীকা করেন, তবে সেটা সুন্নাত মোতাবেক হবে না। ১৪ ও ২১ দিনে আকীকা সম্পর্কে তাবারাণী ও বায়হাকী বর্ণিত যে হাদীছ এসেছে, তা নিতান্তই যঈফ। নর হউক বা মাদী হউক ছাগল-ভেড়া ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা আকীকার কথা ছহীহ হাদীছে নেই। জমহুর বিদ্বানগণ আনাস (রাঃ) বর্ণিত তাবারাণীর হাদীছের উপরে ভিত্তি করে উট, গরু ও ছাগল দ্বারা আকীকা করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু তাবারাণীর উক্ত হাদীছ ছহীহ নয়।- দেখুনঃ ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

এক্ষণে যথার্থভাবে কোন শারঈ ওযর বশতঃ যদি কেউ ৭দিনে আকীকা দিতে সক্ষম না হন, তবে (সুন্নাতের ক্বাযা হিসাবে) পরবর্তী সময়ে দিলেও চলবে বলে বিদ্বানগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।- দেখুনঃ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১পৃঃ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-(২/৪৫)ঃ হাতে এবং দাড়িতে মেহেন্দী দেওয়া যাবে কি? খেযাব দিয়ে চুল ও দাড়ী কালো করা যাবে কি-না?

আব্দুল মালেক

নওদাপাড়া

রাজশাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ পুরুষ হাতে মেহেন্দী লাগাতে পারে না। তবে মহিলাদের হাতে মেহেন্দী লাগানো উচিত। একদা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) এক মহিলার হাতে মেহেন্দী না দেখে পুরুষের হাত বলে নিন্দা করেন। -আবু দাউদ, নাসায়ী, মেশকাত ৩৮৩ পৃঃ।

পুরুষ তার পাকা চুলকে মেহেন্দী দ্বারা রঙ্গিন করতে পারে বরং করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, ইহুদী-খৃষ্টান তাদের পাকা চুল রাঙায় না। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর অর্থাৎ চুল রাঙাও। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। আল্লাহর রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা চুল কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বেঁচে থাক। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। অপর দিকে চুল কালো করলে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) নিষেধ করেছেন। -মুসলিম ২য় খন্ড ২০৫ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৪৬)ঃ ফরয ছালাত অন্তে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে আমীন আমীন বলে মুনাজাত কেহ করেন, কেহ করেন না। কোনটা ঠিক কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুর রহমান

বিলচাপড়ী, ধুনট,বগুড়া

উত্তরঃ ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) থেকে হাত তুলে দো'আর বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাঁর তেইশ বৎসরের নবী জীবনে কোন ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করেননি। আল্লাহ চুপে চুপে তাঁকে ডাকতে বলেছেন (আরাফ ৫৫ আয়াত), যেটা ছালাতের মধ্যে মুছল্লী একান্ত নিভৃতে করে থাকেন। আল্লাহ্র রসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা তার প্রভুর অতীব নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদাবনত হয়। অতএব তোমরা সিজদায় গিয়ে সাধ্যমত প্রার্থনা কর' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) অধিকাংশ সময় শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতু' এবং সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন (মুসলিম)। বলা আবশ্যক যে, ছানা হ'তে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ছালাতের প্রায় সকল স্তরেই দো'আর বিধান রয়েছে। এর পরেও বান্দা সিজদা ও আত্তাহিয়াতু-এর পরে তার মন মত যে কোন দো'আ আরবীতে বলতে পারে। আরবী জানা না থাকলে যে দো'আ গুলি তার জানা আছে, অন্তর থেকে ও চোখের পানি ফেলে সেগুলি পড়লেই তার উদ্দেশ্য হাছিল হবে। মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ বান্দার মনের খবর রাখেন। তিনি চান কেবল বান্দার প্রান ভরা দো'আ ও অশ্রুঝরা আকুতি।

দো'আ একটি ইবাদত। অতএব তার নিয়ম পদ্ধতি শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া উচিত। ছালাতের পুরা অনুষ্ঠানটিই মূলতঃ দো'আর অনুষ্ঠান। মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব অর্থ বুঝে ছালাত আদায়ের অভ্যাস করা উচিত। তাহ'লে প্রচলিত প্রথার প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। অন্যদিকে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার জায্বা সৃষ্টি হবে।

হানাফী আলেম গণের মধ্যে চট্রগ্রামের হাটহাজারীর মুফতী মাওলানা ফয়যুল্লাহ প্রচলিত জামা'আতী দো'আর অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলেন। তার অনুসারীগণ উক্ত বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন। উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করাকে জায়েয বলেন। তাঁরা দিল্লীর সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ)-এর 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ'-এর উপরে ভিত্তি করে সম্ভবতঃ এ কথা বলে থাকেন। অথচ উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থের কোথাও প্রচলিত জামা'আতী দো'আ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত নেই। সেখানে ফরয ছালাতের পরে রসূলের (ছাঃ) একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে কয়েকটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে মাত্র।

মজার বিষয় এই যে, উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থে 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' -এর বরাতে আসওয়াদ বিন আমের বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ عن الأسود بن عامر عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرف و رفع يديه ودعا ، যার সারমর্ম হ'ল 'রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে সালাম ফিরালেন ও মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং স্বীয় দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন'। অথচ মূল কিতাবে রয়েছে, عن جابر بن يزيد الأسود العامرى عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرفَ ، অত্র মূল হাদীছে শুধুমাত্র এটুকুই রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পরে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন'। এখানে 'দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন' এ কথাটি নেই। জানিনা এই বাড়তি অংশটি কিভাবে ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে যুক্ত হ'ল। তাছাড়া মূল কিতাবে রাবীর লক্বব হিসাবে আসওয়াদ আল-আমেরী উল্লেখিত হয়েছে। কিন্ত ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে উক্ত লক্বকে মূল নামে পরিণত করে 'আসওয়াদ বিন আমের' লেখা হয়েছে। যা রিজাল শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক অপরাধ (দ্রঃ মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বোম্বাই-ভারতঃ ১৯৭৯, 'ছালাত' অধ্যায় ১/৩০২ পৃঃ)। তাছাড়া ফৎওয়াটির লেখক হলেন 'আয়নুদ্দীন' নামক তাঁর জনৈক ছাত্র এবং তার

http://islaminonesite.wordpress.com

পাশেই রয়েছে মিয়াঁ ছাহেবের সীল মোহর।- দ্রঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লীঃ ১৯৮৮, ২য় খন্ড ৫৬৪-৬৫ পৃঃ)।

স্মর্তব্য যে, মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত ফৎওয়া সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া সমূহ তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক সময় মসজিদে রক্ষিত তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে মিয়াঁ ছাহেবের জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন, 'মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' আল -হায়াত বা'দাল মামাত পৃঃ ৬১৩-১৪।

আহলেহাদীছগণ সর্বদা ছহীহ হাদীছের অনুসরণে সচেষ্ট থাকেন। আর সে কারনেই প্রচলিত জামা'আতী দো'আকে তারা সুন্নাত বিরোধী বলে মনে করেন।

আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যাতে আমার নির্দেশ থাকবেনা তা পরিত্যাজ্য (বুখারী ১০৯২ পৃঃ)। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, কেউ যদি আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজের উদ্ভব ঘটায়, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাজ্য (মুসলিম)।

প্রশ্ন-(৪/৪৭)ঃ 'পীর' শব্দের অর্থ কি? শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর ধরতে হবে কি? অনেকেই বলেন পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। যার পীর নেই, তার পীর হচ্ছে শয়তান।

মোসাম্মাৎ সুলতানা

ঘোড়ামারা ,রাজশাহী।

উত্তরঃ 'পীর' ফারসী শব্দ, যার অর্থ বুড়া। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত পীর-মুরীদীর কোন দলিল নেই। মহান আল্লাহ তার রাসূলকে(ছাঃ) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।'-আহযাব ৩৩ আয়াত। অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।'-হাশর ৭ আয়াত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের(ছাঃ) আদর্শই গ্রহণ করতে বলেছেন। অবশ্য দ্বীনী ইল্ম শিক্ষার জন্য যে কোন যোগ্য আলেমের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রের উপরে কিয়াস করে পীর-মুরীদীকে জায়েয করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রসূল(ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং মানুষ তাদের প্রয়োজনে আলেমদের নিকট থেকে কুরআন ও হাদীছ -এর বিধান জেনে নিয়ে সেভাবে আমল করতেন। তাছাড়া বর্তমান যুগের 'পীর' ছাহেবেরা 'মা'রেফাত' নামক একটি পৃথক শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। যার মেহনত করার জন্য তাঁরা স্ব স্ব মুরীদানকে আহবান করেন, যা শরীয়তের প্রতি গভীর ভাবে আনুগত্যশীল হওয়ার মৌলিক আবেদনকে জনগণের নিকটে ক্ষুন্ন করে।

আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হবেনা, যতক্ষণ পযর্ন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, তার ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব'। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ১২ পৃঃ। মোট কথা আল্লাহ্র রাসূলই সব চেয়ে সম্মানিত ও অনুসরণের যোগ্য। কোন পীর বা ওলী নয়। রাসূল(ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যদি তা কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরতে পার, তবে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা। তাহ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্তা মালেক)। এখানে সঠিক পথে থাকার সম্বল হিসাবে কেবল কুরআন ও হাদীছকেই বলা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়। অতএব 'পীর না ধরলে জান্নত পাওয়া যাবেনা' একথা ঠিক নয়। 'যার পীর নেই তার পীর হচ্ছে শয়তান' এটা একটা আবান্তর ও অতীব জঘন্য কথা শরীয়াতে বায়'আত ও ইমারত-এর কথা রয়েছে, জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের কথা মুমিনের উপরে যা অপরিহার্য। প্রচলিত পীর-মুরীদীর সাথে শরীয়তের আমীর ও মামূরের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন-(৫/৪৮)ঃ যারা সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হয়েছে, তাদের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি?

হাসানুয্ যামান ও সৈয়দ আলী

রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হওয়া শরীয়তে গোনাহে কবীরাহ, যা তওবার শর্তে ক্ষমা হওয়া না হওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা। এইরূপ অপরাধী লোকের পিছনে ছালাত জায়েয আছে। ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (বুখারী)। হাজ্জাজ একজন অত্যাচারী ও ফাসেক শাসক ছিল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ফাসেক বাদশাহ মারওয়ানের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (মুসলিম)। ইমাম বুখারী স্বীয় 'তারীখ" গ্রন্থে বলেন, ১০ জন ছাহাবী বড় অপরাধী নেতাদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন।- আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৩য় খন্ড ১৬৩ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রশ্ন-(৬/৪৯)ঃ কোন কোন এলাকায় দেখি টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করে। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া কি জায়েয আছে?

আব্দুল হান্নান

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিৎরা প্রদান করতাম এক ছা খেজুর অথবা জব হ'তে বা পনির হ'তে কিংবা কিসমিস হ'তে, অন্য বর্ণনায় খাদ্য হ'তে' (বুখারী ১ম খন্ড ২০৪ পৃঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)।

খাদ্যশস্য দ্বারা 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' আদায় করাই সুন্নাত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সুন্নাত নয়। ছায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিৎরা দানের মধ্যে অধিক মহব্বত নিহিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য ও খাদ্যের মান কখনো এক হয় না। সম্ভবতঃ এসব কারণেই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্যশস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতেন। তাঁরা খাদ্যমূল্য দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন-(৭/৫০)ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তে কতটুকু জায়েয আছে? যদি জায়েয থেকে থাকে, তাহ'লে প্রচলিত বড়ি বা প্যানথার ব্যবহার করা জায়েয কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কম নেয়ার লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) 'আযল' অর্থাৎ শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করাকে গোপন ভাবে সন্তানকে মাটিতে পুঁতে দেয়া বলে উল্লেখ করেছেন (মুসলিম, মেশকাত ২৭৬ পৃঃ)। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করনা। অমি তাদের ও তোমাদের খাদ্য দিয়ে থাকি'(বনী-ইসরাঈল ৩১)। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কমানো উদ্দেশ্য না থাকলে, বাচ্চার দুধ খাওয়া পর্যন্ত অথবা মহিলার কোন শারীরিক কারণে কিংবা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন পদ্ধতিতে শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করা যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) যুগে আযল করতাম। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। কেননা যে সন্তান আসা তাকদীরে নিধারিত আছে, তা আসবেই। -মুসলিম ২য় খন্ড ৪৬৫ পৃঃ।

প্রশ্ন- (৮/৫১)ঃ যে কোন হালাল ব্যবসায় ক্রয় মূল্যের চেয়ে কি পরিমাণ লাভ করা যাবে ? এছাড়া বাকী বিক্রিতে দাম কম-বেশী করা যাবে কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ কুরআন হাদীছ লাভের পরিমান উল্লেখ করেনি। তবে হাদীছে ক্রয় মূল্যের ডবল দামে বিক্রয়-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হযরত উরওয়া বিন আবুল জা'আদ আল-বারেকীকে ছাগল কেনার জন্য একটি দীনার দিয়েছিলেন। তিনি এক দীনারে দু'টি ছাগল ক্রয় করে একটি এক দীনারে বিক্রি করেন এবং একটি ছাগল ও এক দীনার ফেরৎ দেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দো'আ করেন (বুখারী, মেশকাত ২৫৪ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে পরিমাণ প্রমাণ হয় না, তবে বেশীর ইংগিত পাওয়া যায়। বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশ হলে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে। কেননা হযরত অবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, نهي رسول الله (ص) عن بيعتين في بيعة رواه مالك والترمذي و أبو داؤد والنسائي باسناد حسن والحديث صحيح كما قاله الالباني – রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি করতে' (মালেক, তিরমিযী ইত্যাদি, 'বুয়ূ' অধ্যায় মিশকাত হা/২৮৬৮)। এর ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, 'এক ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় বলল যে, আমি এ বস্তুটি তোমার নিকটে নগদে ১০ টাকায় এবং বাকীতে ২০ টাকায় বিক্রি করলাম'(লুম'আত, হাশিয়া মিশকাত ২৪৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন-(৯/৫২)ঃ আজকাল কোন কোন আলেম বলছেন যে, ফজরের আযানের পরে জামা'আত শুরুর প্রাক্কালে অথবা চারিদিকে প্রভাতের লাল আভা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহারী করা চলবে। এটা যদি কেউ না মানে তবে তারা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হিসাবে গণ্য হবে ইত্যাদি। বিষয়টি কতটুকু সঙ্গত। জওয়াবদানে নিশ্চিন্ত করলে বাধিত হব।

মুহাম্মাদ ইউনুস আলী

গ্রাম ও পোঃ ফিংড়ী, জেলাঃ সাতক্ষীরা

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর যতক্ষণ না (রাত্রির) কাল রেখা হ'তে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হয় (বাক্বারাহ ১৮৭)। এই আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার পরে লোকেরা পায়ে কালো সূতা ও সাদা সূতা বেঁধে পরখ করা শুরু করল। তখন বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝানোর জন্য পরে নাযিল হয় 'মিনাল ফাজ্রে' অর্থাৎ সাদা সূতা নয় বরং রাত্রির কাল রেখা হ'তে ফজরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,إنما هو سواد الليل وبياض النهار 'উহা হ'ল রাতের অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। ইমাম কুরতুবী বলেন, রাসূলের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই সবকিছুর ফায়ছালা নিহিত রয়েছে'। তিনি বলেন, শরীয়তদাতা আল্লাহ যেখানে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনার শেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পরেও খানাপিনা করা যাবে একথা বিভাবে বলা যেতে পারে? (তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। হ্যাঁ খাদ্য বা পানীয় হাতে থাকা অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায়, তখন তা শেষ করার হুকুম হাদীছে রয়েছে (আবু দাঊদ, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১৯৮৮)।

মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,كلوا واشربوا حتي يؤذن ابن ام مكتوم وإنه لايؤذِّن حتي يطلُعَ الفجرُ رواه البخاري 'তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না'(বুখারী)। বুঝা গেল যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই সাহারীর শেষ সময়, ফজরের পরে সুর্য উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়। মা আয়েশা (রাঃ) ও মা হাফছা (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মরুফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে যে,من لم يبيت وفي رواية لحفصة من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني ورجاله ثقات–

'যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে ছিয়ামের প্রস্তুতি নিলনা, তার ছিয়াম হ'লনা' (দারাকুৎনী, কুরতুবী ২/৩১৯ পৃঃ)। ইমাম কুরতুবী বলেন, জমহুর বিদ্বানগণের মাযহাব এটাই এবং এর উপরেই চলছে শহরে গ্রামে সর্বত্র একই নিয়ম'।

সূর্যের লালিমা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সাহারী করতেন বলে হযরত আবুবকর, ওমর, হুযায়ফা, ইবনু আব্বাস, তাল্ক্ব বিন আলী, আতা বিন আবী রাবাহ, আ'মাশ, সুলায়মান প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এগুলি ইখতেলাফ রাত্রি ও দিবসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদ গণের মধ্যকার ইখতেলাফের কারণে হয়েছে (ঐ, তাফসীর ২/৩১৯ ও ১৯২-৯৩ পৃঃ)। তবে চূড়ান্ত মীমাংসা রাসূলের (ছঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত। যেখানে বলা হয়েছে 'উহা হ'ল রাত্রির অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। অতএব ছিয়াম-এর শুরু হ'ল ফজরের উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিছু ছাহাবীর আমলের কারণে খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়ে বলেন, 'যদি কেউ সকালের লাল আভা পর্যন্ত সাহারী প্রলম্বিত করেন, তবে আমি তার উপরে দোষারোপ করবো না বা তাকে ক্বাযা বা কাফ্ফারা আদায় করার জন্যও বলবোনা' (ফৎহুল বারী 'ছওম' অধ্যায় ৪/১৬৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১০/৫৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে যদি কোন মুক্তাদী দু' রাক'আত পায়, তাহ'লে সে কি পরবর্তী দু'রাক'আত শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না অন্য সূরা মিলাবে?

মূসা

মেহেরপুর, ধূরইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ধীরে যেতে বলেছেন এবং ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلي الصلاة، و عليكم السكينة والوقار و لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا، متفق عليه (বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম হাদীছ সংখ্যা ৪১১)।

এক্ষনে জামা'আতের ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করার নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যে অংশটা ইমামের সাথে পেলে সেটা তোমার ছালাতের প্রথম অংশ' (বায়হাক্বী ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/১৯-২০ পৃঃ; সুবুলুস সালাম ২/৬৮ পৃঃ হাদিছ সংখ্যা ৩৯০।

অতএব প্রথম অংশের ধারা বহাল রেখে বাকী অংশটা পুরো করতে হবে। যেমন চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত পেলে এক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে এবং বাকী দু'রাক'আত শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।।

http://islaminonesite.wordpress.com